Water baptism in Jesus Name

প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিস্ম

নূতন নিয়মে পরিত্রাণের এক বিশেষ প্রতীক হল জল দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা যার ফলে খ্রীষ্টের মৃত্যু, সমাধি এবং পুনরুত্থান সূচিত হয়। মনপরিবর্ত্তন হল পাপের সমাপ্তি অর্থাৎ মৃত্যু। বাপ্তিস্ম দ্বারা সমাধি এবং পুনরুত্থান দ্বারা নূতন জীবন লাভ হয়। মানব জাতি পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হবে (প্রেরিত ২ঃ৩৮)

বাপ্তিস্ম গ্রহণের যথার্থ পদ্ধতি হচ্ছে জলে অবগাহন বা নিমজ্জন। বাপ্তিস্মের দ্বারা মানুষ সমাধিস্থ হয়। কলসীয় ২ঃ১২ পদে আছে, “ফলতঃ বাপ্তিস্মে তাঁহার সহিত সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছ এবং তাহাতে তাঁহার সহিত উত্থাপিতও হইয়াছ, ঈশ্বরের কার্য্যসাধন বিশ্বাস দ্বারা হইয়াছ যিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন। যোহন ৩ঃ৫ পদে যীশু বলেন, “জল দ্বারা নূতন জন্ম হয়।” রোমীয় ৬ঃ৪ পদে পৌল বলেন, “আমরা বাপ্তিস্ম দ্বারা প্রভুর সাথে সমাধিস্থ হইয়াছি”। রোমীয় ৬ঃ৪ এবং মার্ক ১ঃ১৫ পদ দ্বারা আমরা সঠিকভাবে অবগত হই যে যীশু বাপ্তিস্মের পর জল থেকেই উত্থাপিত হয়েছিলেন।

শমরিয়া নগরে ফিলিপ যখন প্রচার অভিযানে যান (প্রেরিত ৮ঃ১২) তখন সেখানকার মানুষ খ্রীষ্টের সুসমাচার এবং স্বর্গরাজ্যের বিষয় জেনে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন। আবার আমরা দেখি যে ইথিয়পিয়ার একজন নপুংসক ফিলিপের প্রচারে পূর্ণ বিশ্বাস সহ বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন এবং উভয়ে একত্রে জল থেকে উঠে আসেন।

বাপ্তিস্মের বিধান কেবলমাত্র তাদেরই জন্য যারা জগতের প্রলোভন এবং পাপের জন্য অনুতপ্ত। প্রেরিতদিগের মত প্রত্যেক ধর্ম্ম যাজককে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে সুসমাচার প্রচার কার্য্যে অগ্রসর হওয়া একান্তই কর্ত্তব্য। মথি ২৮ঃ১৯ পদে যীশু বলেন, “অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর”।

জল সিঞ্চন কিংবা জল ঢালার দ্বারা যে শিষ্য বাপ্তিস্মের প্রথা কোন কোন খ্রীষ্টীয়ান সমাজে প্রচলিত তা কখনই শাস্ত্রসম্মত নয়। উক্ত প্রথাটি অন্ধকারময় যুগের পিতৃলোকগণ কর্ত্তৃক প্রচলিত হয়ে বর্ত্তমান সময়েও আংশিক বলবৎ রয়েছে। খ্রীষ্টর বাপ্তিস্মের অনুরূপ কেবলমাত্র জলদ্বারা অবগাহন বাপ্তিস্ম দ্বারাই খ্রীষ্টের সাথে সম্মিলিত হওয়া সম্ভব। মথি ২৮ঃ১৯ পদে যীশু সমুদয় জাতিকে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দানের আদেশ দেন। লূক ২৪ঃ৪৭ পদে তিনি বলেন, “তোমরা সমুদয় জগতে সুসমাচার প্রচার কর এবং যিরুশালেম নগর থেকে সুরু কর”।

যোহন ১৬ঃ১৩ পদে আছে, “যখন সেই সত্যের আত্মা তোমাদের মধ্যে আসবেন তখন তোমাদের তিনি সত্যের পথে নিয়ে যাবেন। যোহন ১৪ঃ২৬ পদে আছে, “পবিত্র আত্মা তোমাদের শিক্ষা দেবেন আর খ্রীষ্টের সব বাণী তিনি তোমাদের স্মরণ করিয়ে দেবেন”।

প্রেরিতদিগের কার্য্যবিবরণী এবং সাধু পৌলের পত্রাবলী ও পবিত্র আত্মার দান দ্বারা মথিলিখিত সুসমাচারের ২৮ঃ১৯ পদে লিখিত নির্দ্দেশ সম্বন্ধে আমরা যথার্থই অনুপ্রাণিত হই। উক্ত নির্দ্দেশ কিংবা বিধান পরিত্যাগ করলে প্রেরিতদের দোষারোপ করা হয় নয়তো প্রভুকে অস্বীকার করা হয়। পবিত্র আত্মা যখন খ্রীষ্টের সব বাণী স্মরণ করিয়ে দেন তখন কোন বিশ্বস্ত সন্তানই উক্ত বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করতে সক্ষম হন না। সুতরাং আমরা প্রেরিতগণের কার্য্যাবলীর প্রতি অনুপ্রানিত হব — তাঁরা যেমন খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিলেন সেই আমরাও আমাদের একমাত্র বিধান প্রভু যীশুখ্রীষ্টের নামে সকলকে বাপ্তাইজিত করব।

প্রেরিতগণের অন্তরে খ্রীষ্টের বাণী স্মরণ হওয়ায় এবং পবিত্র আত্মা তাদের উপর বর্ষিত হওয়ায় প্রভুর গৌরবময় সুসমাচার বার্ত্তা তাঁর অসীম উৎসাহে প্রচার সুরু করেন। বিশ্বাসীবর্গকে প্রভু যীশুর নামে বাপ্তাইজিত করতে উদ্যোগী হন।

প্রেরিত ২ঃ৩৮ পদে আছে, “তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও” প্রেরিত ৮ঃ১৬ পদে আছে কেবল তাহারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হইয়াছিল”। প্রেরিত ১০ঃ৪৮ পদে আছে “যীশু খ্রীষ্টের নামে তাহাদিগকে বাপ্তাহিজ করিবার আদেশ দিলেন”। প্রেরিত ১৯ঃ৫ পদে আছে একথা শুনিয়া তাহারা প্রভু যুশুর নামে বাপ্তাইজিত হইল”।

নিম্নবর্ণীত উদ্ধৃতিগুলি থেকে আমরা চারটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের তিনটি অভিন্ন সাক্ষ্য পাই যার মূল মন্ত্র মথি লিখিত সুসমাচারে উল্লিখিত আছে।” তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও”।

১। সাধু পিতার যিরুশালেমে যিহূদীদের কাছে যান।

২। ফিলিপ-শমরিয়ার শমরিয়াদের কাছে প্রচার করেন।

৩। সাধু পিতর কৈসরিয়ায় পরজাতির কাছে প্রচার করেন।

৪। প্রেরিত পৌল ইফিষীয়ার বিশ্বাসীগণকে পুনঃ বাপ্তিস্ম দান করেন কিন্তু তারা যীশু নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেন নাই।

দুই কিংবা তিন সাক্ষীর মুখে সকল কথা নিষ্পন্ন হইবে (২ করি ১৩ঃ১)। পৌল আর বলেন, ”ভ্রাতৃগণ, তোমরা সকলে মিলিয়া আমার অনুকারী হও এবং আমরা যেমন তোমাদের আদর্শ তেমনি আমাদের ন্যায় যাহারা চলে, তাহাদের দৃষ্টি রাখ”। (ফিলিপীয় ৩ঃ১৭)

প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে একক অবগাহন বাপ্তিস্মই ছিল প্রেরিতিক যুগের প্রথা। যিশাইয় ৯ঃ৬ পাঠ করি “এবং তাঁহার (পুত্রের) নাম হইবে আশ্চর্য্য মন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তি রাজ”। শাস্ত্রের উক্ত বাক্যটি এমন এক বিষয় প্রকাশ করে যার দ্বারা আমরা সত্য এবং জীবিত ঈশ্বরের নামের সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হই। প্রভু যীশু ইম্মানুয়েল নামে অখ্যাত যার প্রকৃত অর্থ “আমাদের সহিত ঈশ্বর”। যীশু বলেন, “আমি আপন পিতার নামে আসিয়াছি”। (যোহন ৫ঃ৪৩) প্রার্থনার মাধ্যমে তিনি বলেন, “পিতঃ তুমি আমাকে যে লোকদের দিয়াছ আমি তাহাদের কাছে তোমার নাম প্রকাশ করিয়াছি, আমি তোমার নামে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছি”। (যোহন ১৭ঃ৬, ১১, ১২, ২৬)। প্রেরিতদিগের কার্য্য বিবরণী এবং সাধু পৌলের পত্রাবলীর মাধ্যমে যত কিছু সাক্ষ্য প্রমান, বিধি এবং নির্দ্দেশ তা কেবলমাত্র প্রভু যীশুর নামই ঘোষণা করেন। একমাত্র প্রভু যীশুর নামেই তাঁরা বিবিধ অলৌকিক কাজ করেন ও বাপ্তিস্ম দেন।

দৃষ্টান্ত দ্বারা এবং শাস্ত্র সম্মত শিক্ষা দ্বারা প্রেরিতগণ শিক্ষা দেন যে বাপ্তিস্ম দ্বারা কি প্রকারে পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

প্রভু যীশুর নাম ব্যতিরেখে সমগ্র বিশ্বে অপর এমন কোন নাম নাই যে নামে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। অতএব, যীশুর নাম উচ্চারিত না হ’লে সঠিক প্রথায় বাপ্তিস্ম দান করা হয় না এবং ঐরূপ বাপ্তিস্ম দ্বারা খ্রীষ্টের মৃত্যু, সমাধি এবং পুনরুত্থানের অংশীদার হওয়া যায় না। কোন স্রোতধারায় অবগাহন দ্বারা বাপ্তিস্ম দেওয়ার সময় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম উচ্চারিত হওয়া আবশ্যক। “আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠ, তাঁহার নামে ডাকিয়া বাপ্তাইজিত হও, ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেল” (প্রেরিত ২২ঃ১৬)

বাইবেলের উদ্ধৃতি ঃ

১। প্রেরিত ২ঃ৩৮; ৮ঃ১৬; ১০ঃ৪৮; ১৯ঃ৫

২। যিশাইয় ৭ঃ১৪; মথি ১ঃ২১–২৩।

৩। যিশাইয় ৯ঃ৬।

৪। প্রেরিত ৪ঃ১২।

http://www.sayadi-al-nas.ae
صيادي الناس